করোনা ভাইরাসের প্রভাবে মৃত্যুবরণকারী মৃতের লাশ দাফন /সৎকার বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেন দূর্গাপুর পিএফজির কো-অর্ডিনেটর জনাব প্রদ্যুৎ কুমার সরকার। - আল আমিন মিয়া, রাজশাহী।

বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ভুল ও নেতিবাচক ধারণার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের সামাজিক নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের সাথে প্রতিবেশী ও নিকটাত্নীয়রা খারাপ ব্যবহার করছেন। আবার কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে আক্রান্ত ব্যক্তি মারা গেলে নিরাপত্তার অভাবে অথবা অন্য কারণে পরিবারের সদস্য বা প্রতিবেশী বা নিকটাত্নীয়রা মৃত ব্যক্তিকে দাফন/সৎকার করার জন্য এগিয়ে

আসছেনা। ক্ষেত্র বিশেষ দেখা যায় সামান্য জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির লাশকে স্বজনরা কোভিড-১৯ সন্দেহে রাস্তায় ফেলে যাচ্ছে। সমাজের এই সংকটময় মুহুর্ত্বে রাজশাহী জেলার দূর্গাপুর উপজেলার উপজেলা প্রশাসন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে মৃত্যুবরণকারীদের লাশ দাফন /সৎকার বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রশিক্ষনের আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণটির আয়োজনে উপজেলা প্রশাসণকে সার্বিক সহযোগিতা করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। উক্ত প্রশিক্ষণে লাশ দাফনকারী এবং দাফনে/ সৎকারে সর্বাঙ্গীন সহায়তাকারী হিসেবে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন দূর্গাপুর পিএফজির সম্মানীত উপজেলা কো-অর্ডিনেটর জনাব প্রদ্যুৎ কুমার সরকার। এবিষয়ে জনাব সরকার বলেন, এখন থেকে দূর্গাপুর উপজেলার তিনটি ধর্মাবলম্বীদের (হিন্দু-মুসলিম ও

খ্রিস্টান) মধ্য থেকে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া এই আমাদের তত্বাবধানেই করোনা ভাইরাসের কবলে নিহতের লাশ নিজ নিজ ধর্ম মতেই দাফন /সমাহিত করা হবে মৃতের নিজ নিজ সমাজের বক্তিবর্গের সার্বিক সহায়তায় । উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের সন্মানিত চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সাহেব এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাবা মোছাঃ বানেছা বেগম। আর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র উপজেলা প্রশাসনের সুযোগ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ মহসীন মৃধা। এসময় জনাব সরকার আরো বলেন, স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করি এই মানবঘাতী রোগে কেও যেনো মৃত্যুবরণ না করেন ।

দেশব্যাপী শ্রমিক সংকট চলাকালীন সময়ে রামুর কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন পিএফজি কো-অর্ডিনেটর জনাব সালাহ উদ্দিন। - মুহাম্মদ আব্দুর রব খাঁন, কক্সবাজার।

চলমান লকডাউনের কারণে সারাদেশে যখন কৃষি শ্রমিকের সংকট তুঙ্গে, ঠিক তখনই কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন সম্মানীত পিএফজি কো-অর্ডিনেটর, রামু উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান ও উক্ত উপজেলার কৃষক লীগের সভাপতি জনাব সালাহ উদ্দিন। এসময় জনাব সালাহ উদ্দিন বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী গত ৩০ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ হতে দুঃসময়ে কৃষকদের ধান কেটে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য রামু উপজেলার কৃষক লীগের

নেতৃবৃন্দ চেষ্টা করছেন।উল্লেখিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষক লীগের নেতৃবৃন্দ সরাসরি মাঠে গিয়ে নিজ হাতে কৃষকদের ধান কেটে দিচ্ছেন এবং পরবর্তীতে উক্ত ধান বাড়ীতে নিয়ে মাড়াই করে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য অর্থ সহায়তা দিচ্ছেন। এতে করে কৃষক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেন। তাছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি, মহামারীর এই দুঃসময়ে কৃষক যদি ঠিকভাবে ফসল ঘরে তুলতে পারে, তাহলে বাংলাদেশকে খাদ্য সংকট খেকে বাঁচানো যাবে। তিনি আরো বলেন, লোক দেখানোর জন্য নয়, বরং মানবিক দিক থেকে কৃষকদের সাহায্য করার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস চলমান থাকবে।

এসময় রামু উপজেলার কৃষক লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মাঠে নেমে কৃষকদের ধান কেটে সাহায্য করেন।